দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..24 SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

গ্রন্থকেন্দ্র আইন হচ্ছে অবশেষে

॥ সালাম জুবায়ের ॥

প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩৫ বছর পর সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন তৈরি করা হয়েছে। সংসদে আইনটি বিল হিসেবে উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদন করা হয়েছে।

দেশে গ্রন্থ বিষয়ক কর্মকান্ড সুসংগঠিতভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৬০ সালের ২৯শে জুলাই থেকে ন্যাশনাল বুক সেন্টার নামে এই প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করে। কিন্তু কোন আইনের মধ্য দিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সৃষ্টি হয় তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ঘোষিত

আইন : পৃঃ ৬ কঃ ৬

আইন : গ্রন্থকেন্দ্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি রেজুলেশনের বলে। সেই রেজুলেশন অনুসারেই এখনো জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র চলছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ দু' যুগ (২৪ বছর) পেরিয়ে গেছে কিন্তু পাকিস্তানী আমলের সে রেজুলেশনটি ধরে আর কোন কাজ হয়নি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রন্থকেন্দ্র সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন তোলা শুরু হয় এবং সরকারি তদন্তে এই সংস্থায় কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা ধরা পড়ে। এ নিয়ে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রমে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি সাড়ে তিন দশকের পুরনো এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তানী আমলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আলাদা ছিল না, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ ছিল। তখন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন শিক্ষা সচিব। পরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গঠন এবং গ্রন্থকেন্দ্রকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেয়া হলে পরিষদের সভাপতি হন সংস্কৃতি সচিব। কিন্তু যে রেজুলেশনবলে গ্রন্থকেন্দ্র জন্মলাভ করে এবং শিক্ষা সচিবকে সভাপতি করা হয় সে রেজুলেশন পরিবর্তন করা হয়নি।

প্রস্তাবিত গ্রন্থকেন্দ্র আইনে সংস্কৃতি সচিবকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা বোর্ডের কার্যক্রমকে গণতান্ত্রিক করার জন্য বোর্ডে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে দু'জন বুদ্ধিজীবী, দু'জন পুস্তক প্রকাশক, পুস্তক প্রকাশক সমিতির সভাপতি, মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি, জাতীয় ইউনেস্কো কমিশনের সচিব, জাতীয় গণগ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভস-এর পরিচালক এবং সংস্কৃতি, অর্থ ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন করে প্রতিনিধি।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইনের মাধ্যমে গ্রন্থকেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কে আইনে বলা হয়েছে : (ক) পাঠ সামগ্রীর ওপর গ্রন্থপঞ্জী এবং গ্রন্থ প্রকাশ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশ, (খ) পাঠকবর্গের চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রকাশ, (গ) পুস্তক প্রকাশনা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, (ঘ) জনসাধারণের মধ্যে পাঠপ্রবণতা বৃদ্ধি করা, (ঙ) চলতি ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের প্রদর্শনী করা, (চ) দেশে প্রকাশিত বইয়ের বিবরণী প্রকাশ করা, (ছ) পুস্তক সম্পর্কিত গবেষণা এবং তা প্রকাশ করা, (জ) পুস্তকের প্রতি শিশু কিশোরদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কর্মসূচী নেয়া, (ঝ) গ্রন্থাগার স্থাপন করা, (ঞ) গ্রন্থাগার সেবার সচেতনতা সৃষ্টি করা, (ট) পুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত সেমিনার এবং বইমেলার আয়োজন করা, (ঠ) শ্রেষ্ঠ প্রকাশককে পুরস্কার প্রদান, (ড) গ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি।

আইন অনুযায়ী গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে সরকার নিযুক্ত একজন পরিচালকের ওপর। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হবে সরকারের দেয়া অনুদান, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দেয়া অনুদান এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় থেকে। গ্রন্থকেন্দ্র আইনে একটি বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, কেন্দ্রের তহবিল বিনিয়োগ করা যাবে।